## জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র



## বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।



৪৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৯শে আশ্বিন বুধবার ১৩৬৪ ইংরাজী 16th Oct. 1957 | ২১শ সংখ্যা

২৪শে আশ্বিন ১৮৭৯ শকাব্দ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।


## টেক্সটাইল লাইসেন্স রিনিউ

জঙ্গিপুর মহকুমার বস্ত্র ব্যবসায়িগণের," ফেরি-ওয়ালাগণের ও তাঁতশিল্পীগণের লাইসেন্স রিনিউ করার তারিখ ধার্য্য করিয়া মহকুমার খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামক মহোদয় এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। ব্যবসায়িদের সুবিধার জন্য উহা সংক্ষিপ্ত আকারে ছাপান হইল।

বস্ত্র ব্যবসায়িগণের ঃ—

রঘুনাথগঞ্জ থানা—২৩শে অক্টোবর, ১৯৫৭ সাল সাগরদীঘি ও সুতী থানা ২৪শে অক্টোবর, সমসেরগঞ্জ ও ফরক্কা থানা ২৫শে অক্টোবর।

ফেরিওয়ালাগণের ঃ—

সাগরদীঘি থানা—২৬শে অক্টোবর ১৯৫৭ সাল রঘুনাথগঞ্জ থানা ২৮শে ও ২৯শে অক্টোবর, সুতী থানা ৩০শে অক্টোবর, সমসেরগঞ্জ থানা ৩১শে অক্টোবর ও ফরাক্কা থানা ১লা নভেম্বর।

তাঁতশিল্পীগণের ঃ—

ফরাক্কা থানা—২রা, ৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর ১৯৫৭ সমসেরগঞ্জ থানা ৬ই, ৭ই, ৮ই, ৯ই ও ১১ই নভেম্বর, সুতী থানা ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই নভেম্বর, রঘুনাথগঞ্জ থানা ১৫ই, ১৬ই, ১৮ই ও ১৯শে নভেম্বর।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে আশ্বিন বুধবার সন ১৩৬৪ সাল।

## লোভনীয় অবৈতনিক চাকরী

—০—

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান এবং কমিশনরের পদের জন্য কোন মাহিনা নাই। দেশের ও দশের সেবা করার জন্য কতকগুলি লোক বিনা বেতনে সাধারণের ভৃত্য হইয়া পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিয়া এই সকল পদ-প্রার্থী হইয়া করদাতাগণের নিকট তাঁহাদের নানা সুবিধা করিয়া দিবার আশা দিয়া তাঁহাদের ভোট প্রার্থী হইয়া থাকেন।

পশ্চিম বাংলায় নাগরিকদের ভৃত্যত্ব গ্রহণের প্রতিষ্ঠান কলিকাতা ও চন্দননগর করপোরেশন ছাড়া আরও ৮৬টি মিউনিসিপ্যালিটি আছে। সকল-গুলিরই অবস্থা আশানুরূপ নহে।

আর মাত্র দিন পরেই আমাদের জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনর নির্ব্বাচন হইবার দিন ধার্য্য হইয়াছে।

একজন তেঁতুল বা আমড়া খাইলে তাহার নিকটস্থ ব্যক্তির জিহ্বায় লালা নিঃসরণ হয়। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানী ও ভাইস চেয়ার-ম্যানী যেন তেমনি জিহ্বায় লালা নিঃসরণ করার মত লোভনীয় পদ।

প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বে এই মিউনিসি-প্যালিটির চেয়ারম্যানী ও ভাইস চেয়ারম্যানী যেন কায়েমী পদ ছিল তদানীন্তন খ্যাতনামা উকীল ৺কৃষ্ণবল্লভ রায় ও জঙ্গিপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ৺ভোলানাথ সরকার মহাশয়দ্বয়ের জন্য। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার স্পৃহা অন্য লোকের মধ্যে দেখা যায় নাই।

৺কৃষ্ণবল্লভ বাবু বৃদ্ধ হইলেন। ৺ভোলানাথ সরকার মহাশয় অবসর গ্রহণ করিয়া দেশে গেলে তখনকার প্রধান উকীল ৺রামযাদু রায় চেয়ারম্যান ও অন্যতম প্রধান উকীল ৺ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভাইস চেয়ারম্যান হন। রামযাদু বাবু মাত্র একবারের জন্য চেয়ারম্যানী করিয়া আর কখনও উক্ত পদপ্রার্থী হন নাই। তারপর বালিঘাটা কুঠির ম্যানেজার মিঃ ক্যাম্বেল চেয়ারম্যান ও ইন্দ্র বাবু ভাইস চেয়ারম্যান হন। তারপর হইতে এই দুই পদের জন্য প্রবল প্রতিযোগিতা সুরু হইল। প্রতিযোগিতা এমন বিষাক্ত হইল যে এই সরকার প্রদত্ত স্বায়ত্ত শাসন ক্ষমতা একপক্ষ সতীনের বাটি নষ্ট করার জন্য তাহাতে বিষ্ঠা পান করার মত জেদও দেখাইতে দ্বিধা করিল না।

বিরোধী পক্ষ প্রবল কিন্তু যদি সরকারকে তাঁহার মহকুমা হাকিমকে দিয়া এই মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানী কাজ চালাইবার অনুরোধ করিয়া প্রতিপক্ষকে ভোটে পরাজিত করিয়া নিজেরও হইল না বিপক্ষকেও হইতে না দিয়া স্বায়ত্ত শাসনের দফা রফা করিতেও দ্বিধা করিল না। এই ঘৃণিত প্রতিযোগিতাও এই মিউনিসিপ্যালিটিতে একদিন সম্ভব হইয়াছিল।

জঙ্গিপুরের মত ক্ষুদ্র মিউনিসিপ্যালিটির কথা দূরে রাখিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের নিম্ন বর্ণিত দুই দিনের ঘটনা পাঠ করুন। দেখিবেন স্বায়ত্ত শাসন এখন স্বায়ত্ত শাসনে পরিণত হইয়াছে।

---

## করপোরেশনাধীন কলিকাতা মহানগরীতে বাড়ী ধসিয়া পড়ায় এগার ব্যক্তির জীবনান্ত

ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলে পুরাতন বাড়ীর পরিণতি নিহতদের মধ্যে ৩জন বালক, গর্ভবতী মহিলাসহ ২জন নারী

১৫ই অক্টোবর—সোমবার প্রত্যুষে ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলে দুইশত বৎসরের পুরাতন একটি ত্রিতল বাড়ী ধ্বসিয়া পড়ায় এগার জন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ৩ জন বালক ও ২ জন নারী, ইহার মধ্যে একজন গর্ভবতী মহিলা।

সোমবার ভোর চারটার সময় ১নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটের বাড়ীর তেতালার ছাদ ধ্বসিয়া পড়ে। ঐ ছাদ ধ্বসিয়া পড়ার সঙ্গে দ্বিতলের ছাদও ধ্বসিয়া এক তলায় পড়ে। ঘরের মধ্যকার ৯ জন তৎক্ষণাৎ মারা যায়। ৫ জন আহত হয়।

মহম্মদ আফিজুল্লার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। মহম্মদ আফিজুল্লা ও তার গর্ভবতী স্ত্রীও এই দুর্ঘটনায় মারা যায়।

এই ঘটনার পর এই অঞ্চলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অনেকে ভোরবেলায় এই দুর্ঘটনার স্থানে আসেন। পুলিশও সঙ্গে সঙ্গে আসে। এই বাড়ীটিকে পুলিশ বেষ্টনী করিয়া রাখে। এই বাড়ীর দুইটি দিক। একদিক ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট আর, একদিক ওয়াটারলু ষ্ট্রীটে।

১৯৫১ সালের মিউনিসিপ্যাল আইনের নিয়ম অনুযায়ী সহরে জরাজীর্ণ বাড়ী ভাঙ্গিবার ক্ষমতা পৌর কমিশনারকে দেওয়া হইয়াছে। বিশ্বস্ত মহল হইতে জানা গিয়াছে যে পৌরসভা বাহির হইতে এই বড় বাড়ীর চেহারা দেখিয়া বাড়ী ভাঙ্গিতে হইবে বলিয়া অনুমান করিতে পারে নাই। প্রকাশ এই বাড়ীর ভিত খুব আল্‌গাভাবে করা হইয়াছে। পৌরসভার মেয়র ডাঃ ত্রিগুণা সেন ও পৌর-কমিশনার শ্রী বি কে সেন এই ভাঙ্গা বাড়ীটি পরিদর্শন করেন।

আরও জানা যায় এই বাড়ীর তলায় একটি উর্দু প্রেস আছে। এই প্রেসের মালিকের পরিবারবর্গ এইদিন ঢাকা হইতে এইখানে আসেন। এই পরিবারবর্গের প্রায় সকলেই মৃত।

মৃত ব্যক্তিদের নামের তালিকা—

১। ওয়াজেদ আলি খাঁ—৫০ বৎসর ২। যোশেন আলি খাঁ ৩ বৎসর, ৩। ওয়াজেদ আলি খান্না ৩৮ বৎসর, ৪। বলবন সিং—৩০ বৎসর, ৫। গফর আলি খাঁ—১০ বৎসর, ৬। জিলয়া—১২ বৎসর, ৭। রেজাআলি খাঁ—১০ বৎসর, অপর দুইজন মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ৩৪ বৎসরের পুরুষ ও আর একজন ৩০ বৎসরের মহিলার নাম জানা যায় নাই।

---

## কলেজ ষ্ট্রীট রুটে ট্রামের কামরায় সন্তান প্রসব

গত ২৫শে আশ্বিন শনিবার সকালবেলা কলেজ ষ্ট্রীট রুটে এসপ্ল্যানেডগামী এক ট্রামের দ্বিতীয়

শ্রেণীতে হিন্দুস্থানী এক স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করিয়া বসে। এই সময় অফিসযাত্রীদের ভীড়াধিক্যে এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি করে।

স্ত্রীলোকটির সঙ্গে হাসপাতালের একখানি টিকিট ছিল, কিন্তু সঙ্গে কেহ ছিল না। অনুমান সে একাই হাসপাতালে আসিতেছিল এবং তাহার টিকিট অনুসারে তাহার বয়স ত্রিশ।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায়, ট্রামটি সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট বরাবর আসিতেছিল; মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের মোড়ে কলেজ ষ্ট্রীটে পড়িবার মুখে যাত্রীরা সকলেই এই ঘটনার কথা জানিতে পারে। যাত্রীরা কণ্ডাক্টর ড্রাইভারকে ট্রামটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল অভিমুখে দ্রুত চালাইয়া যাইতে অনুরোধ জানায়। তদনুসারে ট্রামখানি না থামিয়া মেডিকেল কলেজের সম্মুখে দাঁড়ায় এবং কেহ কেহ ছুটিয়া হাসপাতালে খবর দিতে যান।

কিন্তু হাসপাতালের এমনি অবস্থা, এমন এক জরুরী ক্ষেত্রেও সহসা কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। উক্ত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ, এক ঘণ্টা কালের মধ্যেও কোন ষ্ট্রেচার আনা সম্ভব হয় নাই। অফিসের সময় একখানি ট্রাম এতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকায় পর পর অফিসগামী অনেকগুলি ট্রাম দাঁড়াইয়া যায় অতঃপর য়্যাম্বুলেন্সে খবর দেওয়া হয় এবং য়্যাম্বুলেন্সের সাহায্যে তখন প্রসূতিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়।

যদি কলিকাতায় এই ঘটনা হয় তবে ত্রৈরাশিক অঙ্ক কষিয়া দেখুন আমাদের কি হওয়া উচিত।

---

## রঘুনাথগঞ্জ সরকারী গুদামের মাল

বিগত ৪ঠা অক্টোবর শুক্রবার রাত্রিকালে জঙ্গিপুর খেয়াঘাটে পুলিশ কয়েকখানি গো-গাড়ী আটক করেন। সংবাদে প্রকাশ রঘুনাথগঞ্জ থানার তেঘরী ইউনিয়নের বড়শিমুল গ্রামের রেশন ডিলার ইয়াসিন বিশ্বাস ৪৯ মণ গম ও ৮ মণ চাউলের পারমিট পান। পুলিশ আটক গাড়ীর মাল ওজন করিয়া ৫১ মণ ১১ সের গম ও ১৬ মণ ৩ সের চাউল পান। ধৃত মিহি চাউল বিক্রীর পারমিট অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষ দেন নাই। সরকারী গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর সহিত রেশন ডিলারের যোগাযোগই গম ও চাউল বৃদ্ধির কারণ বলিয়া লোকের বিশ্বাস। তদন্ত চলিতেছে।

---

## "উচল বলিয়া অচল সেবিনু, পড়িনু অগাধ জলে"

তাল গাছ নাই কিন্তু তাল-দীঘি নাম—
স্বাধীন হয়েছি, শুন—তার পরিণাম।
জমিদারী চ'লে গেছে পাই নাই দাম!
ঢুকেছ এখানে দেখে প্রকাণ্ড মোকাম।
দিন কাটি কোনোরূপে খেয়ে কচু ভাতে!
ইচ্ছা করে মিশে যাই তোমাদের সাথে।

---

## সরকারী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যায় যে আগামী ১০।১১।৫৭ তারিখের পরিবর্ত্তে আগামী ১১।১১ ৫৭ ( সোমবার ) তারিখে বেলা দুই ঘটিকার সময় বহরমপুর কোর্ট মালখানার বাজেয়াপ্ত বন্দুক প্রভৃতি প্রকাশ্য নীলামে বহরমপুর সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে বিক্রয় করা হইবে।

স্বাঃ—ম্যাজিষ্ট্রেট ইন-চার্জ্জ, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)

## দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৮

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

**রবার ষ্ট্যাম্প** অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
## ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
## মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

## অরবিন্দ এণ্ড সন্স
মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর ( মুর্শিদাবাদ )

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।


রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত